গল্প

সুখ

এক আন্তর্জাতিক সমীক্ষার ফলাফল মোতাবেক - বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ!

আহমেদ সাবের

জনি মামা এসেছেন আমেরিকা থেকে । জনি হচ্ছে রাজীবের ছোট মামা টুটুলের বন্ধু । সেই সুত্রেই মামা । কাল রাতে ফোন পাওয়ার পর থেকে রাজীবের আর ঘুম নেই । তা অবশ্য জনি মামার সাথে দেখা হবে, সে উত্তেজনায় নয় । ব্যাপারটা হচ্ছে, ছোট মামা জনির হাতে রাজীবের জন্য একটা গেম-বয় পাঠিয়েছেন । রাজীব এবার ক্লাস ফোর থেকে ফাইভে উঠেছে। ছোট মামাকে ফোনে খবরটা দিয়ে সাথে সাথেই বায়না ধরেছিল গেম বয়ের । ছোট মামাও রাজী হয়ে বলেছেন, কেউ দেশে গেলে তার সাথে পাঠিয়ে দেবে । জনি সেই গেম-বয় নিয়ে এসেছে রাজীবের জন্য ।

রাজীব মা কে ধরেছিল, রাত্তিরেই জনিদের বাসায় গিয়ে খেলনাটা নিয়ে আসতে । মা অনেক বলে কয়ে রাজীবকে বুঝিয়েছেন। মাকে কথা দিতে হয়েছে, জনি মামাকে যেন বলে, রাজীবের স্কুলে যাবার আগেই ওদের বাসায় আসতে । মার কথাতেও স্বস্তি পায়নি সে। নিজে জনি মামাকে ফোনে কথাটা বলে সন্মতি আদায় করবার পরই ঘুমাতে গেছে ।

জনি অবশ্য কথা রেখেছে । রাজীব স্কুলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল । জনি মামাকে দেখেই সব মাথায় উঠলো । হাতের ব্রাশটা বাথরুমে রেখে তাড়াতাড়ি মুখে কোন মতে একটু পানি ছিটিয়ে, ছুটে এসে জনির হাত থেকে বাজ পাখীর মত ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিল । শপিং ব্যাগ থেকে খেলনার বাক্সটা বের করতেই রাজীবের সব উত্তেজনার আগুনে কেউ যেন এক বালতি পানি ঢেলে দিল । রাজীব চিৎকার করে কেঁদে নিজের ঘরের দিকে ছুটে গেল । মা বুঝতে পারলেন না, কারনটা কি ? তিনি গেম বয়টা হাতে নিয়ে পেছন পেছন এলেন । রাজীব বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে আর চিৎকার করে বলছে, "চাইনা ওটা আমার, চাইনা' । মা ভেবে কুল পাননা - যে খেলনার জন্য রাজীব তিন মাস ধরে ছোট মামাকে তাগিদ দিয়ে আসছে, আজ সেটি পাবার পর খুশী না হবার কারনটা কি! রাজীব লাফ দিয়ে উঠে মায়ের হাত থেকে বাক্সটা নিল । তারপর টান দিয়ে বাক্সটা ছিড়ে গেম বয়টা মেঝের উপর ছুড়ে মারলো ।

ঠিকা বুয়া রমজানের মা ঘর মুছছিলো আর রমজানের কথা ভাবছিল । কদিন থেকেই রমজানের জ্বর । এখানে সেখানে ডেঙ্গু হচ্ছে । ছেলেটাকে ডাক্তার দেখানো দরকার । রমজানের মা সময় করতে পারছেনা আর পয়সাও জোগাড় করতে পারছেনা । মহল্লার পীর সাহেব অবশ্য ফুঁ দিয়ে গেছেন , তাই ভরসা। বাক্সটা ছোড়ার শব্দে চমকে উঠলো রমজানের মা।

মা অনেক কষ্টে রাজীবের কাছ থেকে রাগের কারন যা উদ্ধার করলেন । টুটুল মামা যে গেম বয়টা পাঠিয়েছে, ওটা পুরানো মডেলের । তদুপরি, সবচে আপত্তির কারন হচ্ছে, এর পরের

মডেলটা রাজীবের বন্ধু পরাগের আছে । কথাটা শুনবার পর মা ও রেগে গেলেন টুটুলের উপর, "টুটুলটা একটা গাধা নাকি! ওর কি পয়সার টান পড়েছে যে, এই অবসলিট জিনিষ নিজের আপন ভাগ্নের জন্য পাঠাতে গেলো । দরকার হলে সে টাকা চেয়ে পাঠাতো, আমি পাঠিয়ে দিতাম ।'

অনেক কষ্টে রাজীবের রাগ থামানো গেলো । মা ছেলেকে নিয়ে বায়তুল মোকাররম চললেন গেম বয় কিনতে । যাবার আগে রমজানের মাকে বলে গেলেন , রাজীবের ঘরের ছেড়া কাগজগুলো পরিষ্কার করতে ।

ছেড়া বাক্সটা দেখেই পরানটা ছেৎ করে উঠলো রমজানের মার - "আহারে, কি সোন্দর বাক্স, রমজান পাইলে কত খুশীই না হইবো', ভাবতে ভাবতে ছেড়া বাক্সটা গুছিয়ে নিল সে যত্ন করে।

ঝুপড়ি বাসায় ফিরতে ফিরতে দুপুর হয়ে গেলো রমজানের মার । দু'বাসা থেকে খাবার পেয়েছে আজ, তাই আজ না রাঁধলেও চলবে । রমজান শুয়ে ছিল বিছানায় একা । চোখে মুখে রাজ্যের বিষন্নতা । মাকে দেখেও কোন পরিবর্তন হলোনা ।

"আয়রে বাজান, চাইরডা খাইয়া ল ।" , ছেলেকে ডাকে রমজানের মা ।

"আমি খামুনা মা, আমার ক্ষিদা নাই" , রমজানের নিরাশক্ত উত্তর ।

"চাইয়া দেখ, তোর লাইগা কি আনছি" , পুটলিটা থেকে ছেড়া বাক্সের টুকরাগুলো বের করে রমজানের মা ।

আড়চোখে দেখে রমজান । বুঝতে পারেনা জিনিষটা কি । "কি আনছস? ' , শুয়ে শুয়েই বলে সে ।

ছেলের কাছে আসে রমজানের মা । রমজানের হাতে দেয় টুকরাগুলো । ধীরে ধীরে ওর মুখে হাসি ফুটে উঠে মেঘ ভাংগা রোদের মতো ।

"কই পাইছস মা? আমাকে একটু আঠা ওয়ালা ফিতা আইনা দিস । আমি বাক্সটারে আবার ঠিক কইরা ফালামু ।' উত্তেজনায় উঠে বসে রমজান ।

মা ছেলের খাওয়া শেষ । রমজানের মা ময়দা ফুটিয়ে রমজানকে একটু আঠা করে দিয়েছে । রমজান বাক্সটা ঠিক করছে মহানন্দে ।

হাসতে যারা জানে তারা, বস্তি ঘরেও ঠিকই হাসে -
মুক্তো যেন শিশির কণা সাত সকালের দুর্বা ঘাসে ।